তরুণেরাই ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রাণশক্তি

জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আমাদের অর্জনের বিশাল ক্যানভাসে উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে তারুণ্যেরই জয়গাথা। নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ, অর্জনে, কৃতিত্বে তরুণেরাই আমাদের জন্য নতুন আশার সঞ্চারক। দেশে এখন এই তরুণদের সংখ্যাই বেশি। মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ। যাদের বয়স ৩৫-এর নিচে। বিশ্বে খুব কম দেশই এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী পেয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও অবশ্য বাংলাদেশের মতোই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা ভোগ করছে। চীন ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক বোনাস থেকে বের হয়ে গেছে। দেশটিতে এখন নির্ভরশীল জনগণের সংখ্যা বেশি। এই কথা খাটে থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের বেলায়ও। আর উন্নত বিশ্বের কথা বলতে গেলে সেখানে দিনে দিনে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা-সুবিধা নিয়ে পূর্ব এশীয় অনেক দেশই ষাট থেকে নব্বই দশকে তাদের অর্থনীতির উন্নতি করেছিল। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়াও একই ধরনের জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। এরা একে কাজে লাগিয়ে আজ শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ। এরা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার তার দূরদর্শী চিন্তা থেকে সামগ্রিক কার্যক্রমে সব মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তারুণ্যের মেধা ও শ্রম কাজে লাগানোর জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করা। বিগত সাত বছরে কর্মক্ষম মানুষের শ্রম ও ঘাম দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে রেকর্ড ৭.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে, তাতে অবদান রেখেছে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধায় থাকা কর্মক্ষম মানুষেরা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ ও এর বাস্তবায়নের দিকে তাকালে তারুণ্যের মেধা, উদ্ভাবনী ও শ্রমকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের নিরন্তর প্রয়াস লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সুদূর গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যে কারণে আজ আমরা দেখতে পাই তৃণমূলের থেকে শহরের মানুষ সবাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করছে। একদিকে চলছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, অপরদিকে চলছে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নানা উদ্যোগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কথাই ধরা যাক। বিগত সাত বছরে আমরা আইসিটি অবকাঠামো ও কানেক্টিভিটি, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। দেশের অধিকাংশ মানুষ এর সুফল পাচ্ছে। এসব উদ্যোগ দেশের কর্মক্ষম মানুষের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার অবারিত করছে। আমি এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গোটা দেশকে কানেক্ট করার জন্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা ইতোমধ্যে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার অংশ হিসেবে জেলা এবং উপজেলা পর্যন্ত কানেক্টিভিটি সম্প্রসারিত করেছি। বাংলাগভনেট প্রকল্পের আওতায় ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদফতর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৬৪টি নির্বাচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলার ১৮,৫০০টি সরকারি অফিসের কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮০০ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২৫৪টি অ্যাগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিসিসি ভবন ও বাংলাদেশ সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা যাতে অফিসের বাইরে থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সে জন্য তাদের মাঝে ২৫ হাজার ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের বিদ্যমান জাতীয় ডাটা সেন্টারটির (Tier-3) সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ডাটা সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে দাঁড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন এবং ▸

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের প্রশাসনিক বিল্ডিং